আগস্ট ১৯৯৬ সংখ্যার প্রচ্ছদ

২০০৩ : বাংলা কমপিউটিংয়ের দুরবস্থা এবং বায়োসের উদ্যোগ; ফেব্রুয়ারি ২০০৪ : বাংলা আইসিটি; ফেব্রুয়ারি ২০০৫ : তথ্যপ্রযুক্তির মহাসড়কে বাংলা কমপিউটিং এবং একই সংখ্যায় একটি লেখা : ডিজিটাল বাংলা ২০০৫ ও ফেব্রুয়ারি মাতম; ফেব্রুয়ারি ২০০৬ : কমপিউটারে বাংলাভাষা প্রয়োগ, প্রয়োজন আরও জোরালো গবেষণা; ফেব্রুয়ারি ২০০৭ : ডিজিটাল যন্ত্রে কেমন আছে বাংলাভাষা; ফেব্রুয়ারি ২০০৮ : বাংলা কমপিউটিং ও আমরা; ফেব্রুয়ারি ২০০৯ : বাংলা কমপিউটিংয়ে গবেষণা; এছাড়া এ সংখ্যায় বাংলাভাষা ও প্রযুক্তি নিয়ে রয়েছে আরও দুটি লেখা : 'কমপিউটারে বাংলা ধ্বনির প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ' এবং 'ডিজিটাল বাংলাদেশে বাংলাভাষার সঙ্কট'। ফেব্রুয়ারি ২০১০ : আইসিটি ও আমাদের বাংলাভাষা; ফেব্রুয়ারি ২০১১ : বাংলা কমপিউটিং ও কয়েকটি বাংলা সফটওয়্যার; ফেব্রুয়ারি ২০১৪ : প্রযুক্তিতে পিছিয়ে বাংলাভাষার

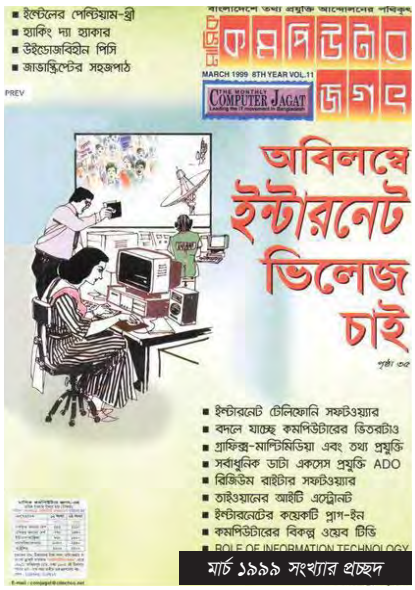

মার্চ ১৯৯৯ সংখ্যার প্রচ্ছদ

মেলবন্ধন; আগস্ট ২০১৪ : ইউনিকোড বিজয় ও বাংলালিপির প্রমিতকরণ; ফেব্রুয়ারি ২০১৫ : বাংলাভাষায় কমপিউটার প্রযুক্তি। ফেব্রুয়ারি ২০১৬ : ডিজিটাল বাংলাদেশে উপেক্ষিত ডিজিটাল বাংলা।

আমরা শুনিয়েছি সম্ভাবনার কথা

আমরা বাংলাদেশের মানুষের কাছে তথ্যপ্রযুক্তির নানা সম্ভাবনার কথা তুলে ধরার প্রশ্নটি বরাবর আমাদের সচেতন বিবেচনায় রেখেছি। তাই যখন যে সম্ভাবনার কথা আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি, তা জাতির সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যার মার্কেটিং নিয়ে বাংলাদেশে যে সময়ে একদম কোনো আলোচনাই শোনা যেত না, সে সময়ে এই সম্ভাবনাকে সবার সামনে তুলে ধরার মিশনটি গ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ এই ইস্যুটি জাতীয় পর্যায়ে তুলে আনার জন্য কমপিউটার জগৎ-এ ব্যাপক লেখালেখি চলে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি লেখা ও প্রতিবেদন হলো– ১৯৯১ সালের অক্টোবর সংখ্যায় 'ডাটা এন্ট্রি : অফুরন্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ'; একই বছরের নভেম্বর সংখ্যায় 'ডাটা এন্ট্রি : সমস্যা ও সম্ভাবনা'; একই বছরের ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত 'ডাটা এন্ট্রি : গড়ে উঠুক নতুন শিল্প'; ১৯৯২ সালের এপ্রিল সংখ্যায় 'ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যারের মধ্যবর্তী কাজ'; ১৯৯২ সালের জুলাই সংখ্যায় 'ছয় লাখ টাকার সফটওয়্যার বাজার'; ১৯৯৪ সালের মার্চ সংখ্যায় 'অফুরন্ত সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে বাংলাদেশ'; একই বছরের মে সংখ্যায় 'বিশ্ব সফটওয়্যার বাজার ও আমরা'।

শুধু ডাটা এন্ট্রিই নয়, প্রযুক্তির অন্যান্য ক্ষেত্রের সম্ভাবনার কথাও আমরা সমভাবে তুলে ধরতে কোনো শৈথিল্য প্রদর্শন করিনি।

নিজস্ব স্যাটেলাইটের দাবি

আমরা ২০০৩ সালের দিকে এক অনুসন্ধানে জানতে পারি, শুধু আইএসপি ও প্রাইভেট চ্যানেলের সম্প্রচারে প্রতিমাসে বৈধ ও অবৈধ উপায়ে দেশ থেকে চলে যাচ্ছে কোটি কোটি টাকা। নিজস্ব উপগ্রহ ব্যবস্থা গড়ে তুলে আমরা বাঁচাতে পারি এই অপচয়। একই সাথে আয় করতে পারি কোটি কোটি টাকা। এছাড়া দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তথ্যপ্রযুক্তিকে ছড়িয়ে দিতে হলে আমাদের প্রয়োজন নিজস্ব উপগ্রহ। আমাদের নিজস্ব উপগ্রহের প্রয়োজন বিশ্লেষণ করে আমরা কমপিউটার জগৎ-এর অক্টোবর ২০০৩ সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদন রচনা করি এই বিষয়ের ওপর। আর এর যথার্থ যৌক্তিক কারণে এই প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের একটি দাবিধর্মী শিরোনাম করি– 'বাংলাদেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট চাই'।

অক্টোবর ২০০৩ সংখ্যার প্রচ্ছদ

এই প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের মাধ্যমে আমরা বলতে চাই, কেনো আমরা নিজস্ব স্যাটেলাইট চাই? এই প্রতিবেদনে আমরা উল্লেখ করি– 'বাংলাদেশের আদৌ কোনো স্যাটেলাইটের প্রয়োজন আছে কি না? এবং থাকলেই বা এর গুরুত্ব কতটুকু? স্যাটেলাইট কেনা না লিজ নেয়া, কোনটি বাংলাদেশের জন্য যুক্তিযুক্ত?' এই প্রতিবেদনে আমরা উল্লেখ করি, বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত বৈধ আইএসপির সংখ্যা ৭০টি। এর মধ্যে প্রথমসারির দশটি আইএসপি ব্যবহার করে গড়পড়তায় ৩ এমপিবিএস (মেগাবিট পার সেকেন্ড) ব্যান্ডউইডথ। সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের চাহিদা সর্বনিম্ন ৯০ এমপিবিএস এবং সর্বোচ্চ ১৫০ এমপিবিএস। আর এ সময়ে ১ মেগাবিট একমুখী ডাটা কিনতে খরচ হয় গড়ে মাসিক ৪ হাজার ইউএস ডলার। একটু মাথা খাটালেই বোঝা যায়, প্রতিমাসে আমাদের এই গরিব দেশ থেকে এ খাতে বাইরে চলে যায় ৩,৬০,০০০ থেকে ৬,০০,০০০ ডলার। প্রতিবছর আমাদের দেশে ইন্টারনেটের চাহিদা যে হারে বেড়ে চলেছে, সে অনুযায়ী আগামী কয়েক বছরে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্বিগুণ হলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। আগামী পাঁচ বছরে আমাদের মাসিক গড়পড়তা চাহিদা যদি ২০০ এমপিবিএস ধরি, তবে মাসে খরচ হবে ৮,০০,০০০ ডলার। পাকিস্তানের পাঁচ বছরে লিজ নেয়া স্যাটেলাইটের জন্য মোট খরচ ৩ কোটি ডলার। বাংলাদেশ যদি পাকস্যাট-১-এর মতো একটি স্যাটেলাইট পাঁচ বছরের জন্য লিজ নেয়, তবে শুধু আইএসপি খাতে হিসাব করলে স্যাটেলাইটের মোট মূল্য পরিশোধ হতে সময় নেবে ৩৭.৫ মাস বা প্রায় তিন বছর। বাকি দুই বছর আমাদের কোনো ইন্টারনেট চার্জ দিতে হবে না। এতে সাশ্রয় হবে কোটি কোটি টাকা।

এছাড়া আমরা এই প্রতিবেদনে নিজস্ব উপগ্রহ স্থাপনের সুবিধাজনক দিকটি তুলে ধরেছি। সে যা-ই হোক, সরকার বাংলাদেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট ব্যবস্থা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়ে এ ব্যাপারে কাজ করছে। সম্প্রতি এ ব্যাপারে অনেক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। ▶